MAY 14 2002

ঢাবির হলগুলি কাহার নিয়ন্ত্রণে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আরও অনেক কিছুর মতোই আবাসিক হলগুলিও নাই। আরও প্রশ্ন হইল, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটি এখন আসলে কেমন। শ্রেণীকক্ষও কি আসলে শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে? ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ আদৌ আছে কি? এই কথা কি সত্য নয় যে, মূল্যবোধের অব্যাহত অবক্ষয় ঐতিহ্যবাহী ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে যে চির ধরাইয়াছে উহা দেশের শিক্ষার মানের উপর এক বিরাট নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছে। ঢাবির আবাসিক হলের নিয়ন্ত্রণ করিতেছে ছাত্রনেতা ও বহিরাগতরা। ইহার আরেকটি অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও পরিচালন সম্মানিত শিক্ষকদের অঙ্গুলি হেলনে চলিতেছে না। এবং একই কারণে সর্বত্রই এক ধরনের অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। পরিস্থিতি কতটা নাজুক হইলে শিক্ষকরা দফায় দফায় উদ্যোগ লইয়াও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হলে তুলিয়া দিতে ব্যর্থ হইয়াছেন তাহা সহজেই অনুমেয়। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় হলে যে পরিবর্তন সূচিত হয় উহার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হইতেছে। অক্টোবরের নির্বাচনের পর হইতে ছাত্রদলের যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় উহা খর্ব হইতে দিবার কোন কার্যকর আলামত নাই। বলা হইতেছে আবাসিক হলগুলিতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করিতেছে। আর বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েক দফা উদ্যোগ লইয়াও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হলে তুলিয়া দিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। পরিহাসের বিষয় হইল, সূর্যসেন ও জহুরুল হক হলের মতো কয়েকটি হলে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বহু ছাত্রদল নেতাকর্মীই থাকিতে পারিতেছে না। ইহার সোজা অর্থ হইল, প্রকৃতপক্ষে এই হলগুলিতে কোন সুস্থ রাজনৈতিক বা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নাই। এইখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে মাস্তানতন্ত্র। দল বা গোষ্ঠীর নামে কেবল সাইনবোর্ড। প্রতিপক্ষকে দমন, লাঞ্ছিত বা কোণঠাসা করিয়া রাখাই এই মাস্তানতন্ত্রের ধর্ম। দলীয় পরিচয় কেবল খোলস। তবে মুরব্বি রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ কিন্তু সকল কিছু জানিয়া-শুনিয়াই এই মাস্তানতন্ত্র পোষেন। তাহাদের নিকট ইহাদের কদর কিছুমাত্র কম নয়। শহীদুল্লাহ হলের একজন প্রভোস্ট বলিয়াছেন, হল প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ লওয়া হইয়াছে। আশা করি, অবিলম্বে এই অবস্থার পরিবর্তন হইবে। কিন্তু আমরা বিনীতভাবে প্রশ্ন রাখিব, রাজনৈতিক মুরব্বিরা কি তাহাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইবার কোন আভাস দিয়াছেন। তাহা না হইলে প্রভোস্ট সাহেবের সদিচ্ছা কেবল সদিচ্ছাতেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইবে। শহীদুল্লাহ হলে ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্বে দুই রাউন্ড গুলিবর্ষিত হইয়াছে। ছাত্ররা আতঙ্কে দিন কাটাইতেছে। ইদানীং মোটা অঙ্কের চাঁদার বিনিময়ে হলে আসন বরাদ্দের ঘটনাও শুরু হইয়াছে। অভিযোগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলেও এই অনিয়মের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। যুগান্তরে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচিত কলেজ কেন্দ্রীয় সংসদের ভিপির ইচ্ছানুসারে হলে সিট বরাদ্দ দেওয়ার যে সচিত্র রিপোর্টটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও উদ্বেগজনক। আমরা মনে করি সন্ত্রাস দমনে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে ঢাবির আবাসিক হলের অপরাধও পড়ে। আমরা আবাসিক হলে সুষ্ঠু পরিবেশ দেখিতে চাই।